গ্রেনফেল অ্যাকশন গ্রুপ

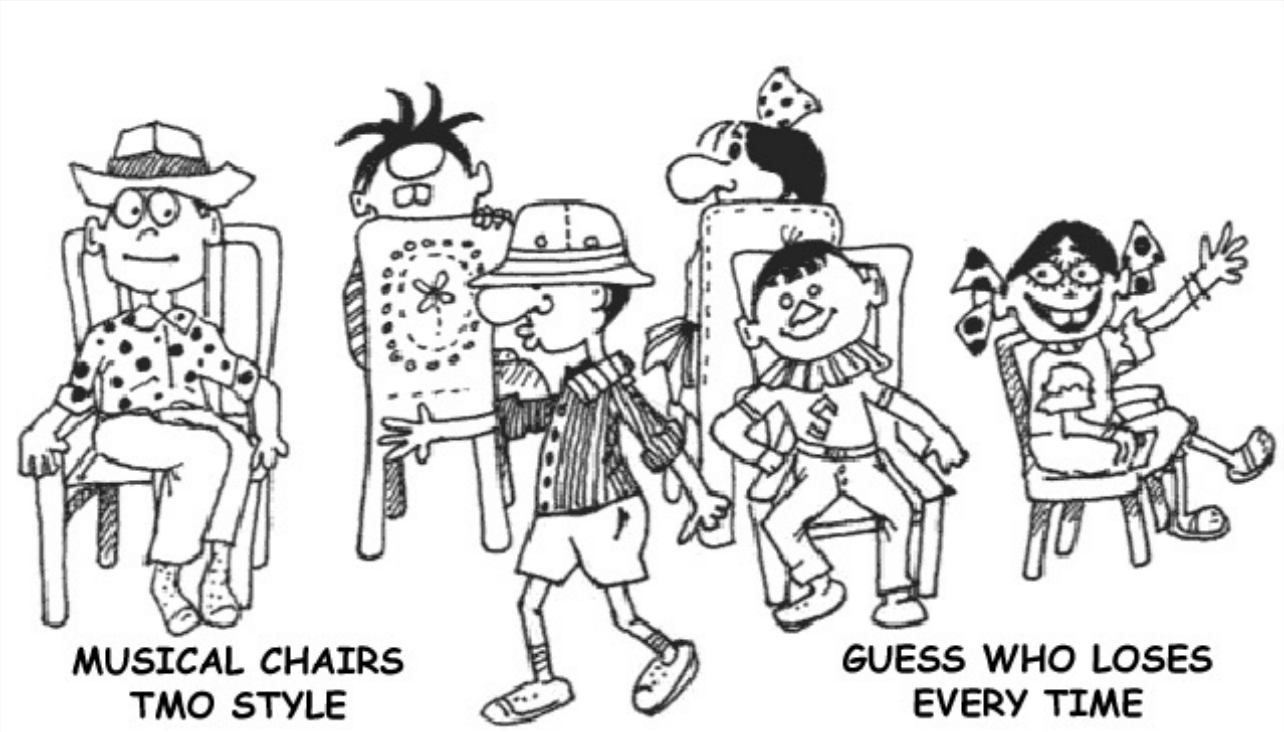

TMO স্টাইলে মিউজিক্যাল চেয়ার	আন্দাজ করুন যে কারা প্রত্যেক বারই হারেন

KCTMO – FOI দ্বিচারিতা এবং দ্বৈত ব্যবহার

এই মাত্র কয়েকদিন আগেই আমি সাইনীড ম্যাককিলানের কাছ থেকে একটি ইমেল পেয়েছিলাম, যিনি TMO কোম্পানিদের সেক্রেটারীদের লম্বা তালিকা মধ্যে সাম্প্রতিকতম, যাতে তিনি আমার বারো বছর আগের 2005 সালে KCTMO-র কমিশন করা রিপোর্ট পাওয়ার অনুরোধ খারিজ করেছেন। আমি সেই সময় ল্যাঙ্কাস্টার ওয়েস্ট এস্টেট ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের একজন সদস্য ছিলাম। TMO-র আদেশে করা নিয়মমাফিক একটি পরিদর্শনে গ্রেনফেল টাওয়ারের দুই-তৃতীয়াংশ আপৎকালীন আলোর ব্যবস্থা ব্যর্থ দেখে যে রিপোর্টটি EMB-র প্রচন্ড চাপে পড়ে তৈরী করা হয়।

বিদ্যুৎ চলে গেলে এবং মারাত্মক আগুন লাগার ঘটনায় স্থান ত্যাগের প্রয়োজন পড়লে সাময়িক আলো দেওয়ার মত করেই ব্যাটারী প্যাকগুলি তৈরী করা হয়েছিল, যেগুলির উপর আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আলোগুলি নির্ভর করত। দুই-তৃতীয়াংশ আপৎকালীন আলোই ব্যর্থ হয়, কারণ সেগুলির ব্যাটারী প্যাকের মেয়াদ অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছিল এবং বহু বছরের মধ্যে সেগুলির কোন রক্ষণাবেক্ষণ বা পাল্টানোর ব্যবস্থা করা হয়নি। EMB প্রথমে ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুতর বলেই গণ্য করে। TMO-র আদেশপ্রাপ্ত কনসালট্যান্টদের রিপোর্টটিও আমাদের সাথে সম্মত হয় এবং TMO ও এর ঠিকাদারদের তীব্র সমালোচনাপূর্ণ ছিল। এটি EMB-র সেই অভিযোগগুলি খুঁজে বের করে, যা TMO সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণসহ নয় বলে বহু মাস আগেই খারিজ করে দিয়েছিল।

14ই জুলাই তারিখে শ্রীমতী ম্যাককিলানের আমাকে এই রিপোর্টটির একটি নকল দিতে প্রত্যাখ্যান করার কারণ হল, এই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে TMO ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্টের শর্তাধীন নয়। ম্যাককিলান এবং আমার মধ্যে হওয়া আদানপ্রদানের বিশদ নিয়ে থাকা ইমেল শৃঙ্খলটি অবিলম্বে ব্লগ পোস্টে এটির আগে তুলে ধরা হয়: “KCTMO – মানুষের জন্য আবাসন পরিচালনা, মানুষের দ্বারা আবাসন পরিচালনা?” যুক্তিসঙ্গতভাবেই এটি নিয়ে তর্ক করা যায় যে, তারা ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্ট, ও স্পষ্টতই তাদের নিয়ন্ত্রিত কাউন্সিলভুক্ত সামাজিক আবাসনের মক্কেলদের অবমাননা করার যে দাবী তুলছে, তা থেকে KCTMO নিজেদেরকে একটি ‘ভাড়াটিয়া পরিচালনা সংগঠন’ দাবী করার নৈতিক অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছে। তারা এখনো তাদের পর্ষদের ও বেতনভোগী নির্বাচিত ভাড়াটিয়া সদস্যদের বাধ্যতার নিদর্শন বহন করে চলেছেন। এই ভাড়াটিয়া সদস্যরাই আবার তাঁরা, যাঁরা EMB সদস্যদের থেকে বহুগুণ বেশি টাকা পান, যাঁদেরকে TMO নিরন্তর ক্ষমতাহীন ও দুর্বল করে রেখেছিল এবং RBKC কাউন্সিলের সাথে যোগসাজশ করে কাজ করা হচ্ছিল।

দৈত্যাকার KCTMO তৈরীর বহু বছর আগে, 1993 সালে EMB-র সাথে কাউন্সিল যে পরিচালনা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, সেটিকে মান্যতা দিতে কাউন্সিল প্রত্যাখ্যান করায় এমন এক পরিস্থিতি তৈরী হয় যাতে কাউন্সিলের সক্রিয় যোগসাজশে,

KCTMO EMB-র সব ক্ষমতা খর্ব করতে পারত। আমাদের এবং বহু বছর ধরে TMO-র অকর্মণ্যতা ও অবহেলার শিকার হওয়া বেশিরভাগ TMO আবাসিকদের মতেই, ভাড়াটিয়া পর্ষদের সদস্যরা নিছকই হাতের পুতুল মাত্র, যাঁরা স্বচালিত TMO আমলাতন্ত্রে উপর একটি কৃত্রিম বৈধতার পরত দেওয়ার কাজই করেছেন, যেটি এটির পরিবেশিত কাউন্সিলের দ্বারা সাজানো ও সক্ষম করা হয়েছে, এবং যাতে আদতে একরত্তিও বৈধতা বা সত্যতা ছিল না-এটি এমন একটি বাস্তব যা এদের মক্কেলরা বহু বছর ধরেই জানেন, যে সত্যটি শেষমেশ 14ই জুন গ্রেনফেল টাওয়ারের বিপত্তির পর জনসমক্ষে এলো।

তাহলে ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্টের কি হল যেটির বন্দোবস্তের আওতায় কেউ ধরে নিতেই পারেন যে TMO কাউন্সিলের মালিকানাভুক্ত ও তাদের নিয়ন্ত্রিত সামাজিক আবাসনগুলির অগ্নিসুরক্ষা ও অন্যান্য স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা সমস্যা নিয়ে তথ্য প্রকাশ করবে?

KCTMO ওয়েবসাইটে **‘তথ্যের অভিগম্যতালাভ’** শিরোনামের একটি পৃষ্ঠা আছে, যাতে খুব সম্প্রতিকাল পর্যন্তও, নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি ছিল:

“ডেটা সুরক্ষা আইন 1998 (DPA), ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন আইন 2000 (FOI), এবং এনভায়রনমেন্টাল ইনফর্মেশন রেগুলেশনস 2004 (EIR) আবাসিক ও জনগণের সদস্যদেরকে সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধারণ করা তথ্য বা সরকারী কর্তৃপক্ষের জন্য তথ্যের আবেদন করা সম্ভবপর করেছে।

আবেদনানুসারে আমাদেরকে, উপলব্ধতার ভিত্তিতে এবং লিখিতভাবে KCTMO-র কাছে থাকা তথ্য, RBKC-র পক্ষ থেকে প্রদান করা পরিষেবার তথ্য RBKC-র জন্য জোগান দিতে হবে।

TMO-র তথ্যে প্রবেশাধিকার সংস্করণ 01

ম্যাককিলান আমার FOI অনুরোধ খারিজ করে দেওয়ার পরের কিছু দিনের মধ্যে কোন সময়ে পৃষ্ঠাটির পাঠ্যাংশ পাল্টানো হয়, যা বর্তমানে এই রকম:

“TMO একটি বেসরকারী সংস্থা ও FOI-র অধীনস্থ না হলেও, RBKC-র আইনি বা নিয়মনীতি সংক্রান্ত বাধ্যতা মেনে চলার জন্য, যার মধ্যে FOI-র অধীনস্থ শর্তাবলীও রয়েছে, আমাদেরকে RBKC-কে যে কোন তথ্য জোগান দিতে হতে পারে।

TMO-ও এর নিজস্ব স্বচ্ছতার কর্মসূচী রক্ষা করে, যদিও FOI এটির ক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য নয়। তার মানে হল, যে TMO যেখানে পারবে সেখানে তথ্য প্রকাশ করলেও, যুক্তিগ্রাহ্য মনে হলে তা না করার অধিকারও TMO-র আছে। যেমন, TMO-র বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার্থে, বা তৃতীয় পক্ষদের স্বার্থে, বা যেখানে তথ্য প্রকাশ করলে তা অপরাধমূলক, নিয়ন্ত্রক বা অন্যান্য অনুসন্ধানকে প্রভাবিত করতে পারে।”

TMO-র তথ্যে প্রবেশাধিকার সংস্করণ 02

ডিসেম্বর 2014-তে, গ্রেনফেল অ্যাকশন গ্রুপ ব্লগের সহ-সম্পাদক, এডওয়ার্ড ডাফার্ন, KCTMO-কে ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্টের অধীনে লিখিত অনুরোধ করে, বিশেষ করে TMO, তাদের ঠিকাদার, রাইডন, প্রকল্পের আর্কিটেক্ট, স্টুডিও E-র মধ্যে হওয়া মাসিক বৈঠকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণীর নকল চান, যেগুলিতে পরিকল্পিত গ্রেনফেল টাওয়ার উন্নয়নের কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। তাঁর অনুরোধ ম্যাককিলানের পূর্বসূরী ফোলা কাফিডিয়া কর্তৃক খারিজ করে দেওয়া হয়, যিনি এই তথ্যটিকে নিম্নলিখিত বলে দাবী করেন;

“...এটি ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্ট *2000*-এর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, যেহেতু সরকারী কর্তৃপক্ষের বা সরকারী কর্তৃপক্ষের হয়ে *TMO*-র ধারণ করা তথ্য নয়। ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্ট *2000* সরকারী কর্তৃপক্ষের হয়ে ধরে রাখা তথ্যের সাথেই সম্পর্কিত।”

আশ্চর্যজনকভাবে শ্রীমতী কাফিডিয়া, সেই একই ইমেলে, ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্ট (বিভাগ 43 উপবিভাগ 2)-এর অধীনে অনুমোদিত আরো কয়েকটি অব্যাহতির একটি টেনে এনে দাবী করেছেন;

"TMO-র ঠিকাদারদের সাথে এর বাণিজ্যিক আদানপ্রদান সংবেদনশীল এবং এইরকম বাণিজ্যিক তথ্য ঠিকাদারের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করবে বা করার সম্ভাবনা আছে।"

এটি থেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি আসে: যদি কাফিডিয়া সত্যিই মনে করেন যে KCTMO ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্টের অধীনস্থ নয়, তাহলে তিনি আইনটির একটি উপবিভাগের অধীনে তথ্যটি ছাড়প্রাপ্ত দাবী করা জরুরী বলেই বা কেন মনে করলেন? যা থেকে স্পষ্টই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি আসলে মনে করেন যে KCTMO ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্টের অধীনস্থ।

শ্রী ডাফার্ন শ্রীমতী কাফিডিয়ার স্পষ্টতঃ অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিকে পাল্টা আহ্বান জানিয়ে তুলে ধরেন যে TMO- একমাত্র কাজ বা ভূমিকা হল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, রয়্যাল বরো অফ কেনসিংটন এবং চেলসীর মালিকানাভুক্ত আবাসনগুলির পরিচালনা করা, এবং সেইহেতু, তাদের কাছে থাকা সব তথ্যই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হয়ে নেওয়া, যেটি আইনটির অব্যাহতি পায় না। শ্রী ডাফার্ন এই ভিত্তিতে প্রকাশ করার জন্য প্রত্যাখ্যানের পর্যালোচনা করতে অনুরোধ করেন।

দিন দুয়েকের মধ্যেই (আইনমাফিক ও খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করার পক্ষে যা খুবই অপর্যাপ্ত সময়) তিনি শ্রীমতী কাফিডিয়া কাছ থেকে চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যানটি পান। আশ্চর্যের কথা, তিনি এবার TMO ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্টের অব্যাহতির আশ্রয় না নিয়ে নিম্নলিখিত কারণে TMO-র প্রত্যাখ্যানের কথা তুলে ধরেন;

"রাইডন জনস্বার্থে একটি পরিষেবা প্রদান করলেও, *TMO*-র ঠিকাদারদের সাথে *TMO*-র বাণিজ্যিক আদানপ্রদান সংবেদনশীল এবং সেইসব বাণিজ্যিক আদানপ্রদান ফাঁস করলে তা থেকে ঠিকাদারের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে বা হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্টের *43(2)* ধারার ভিত্তিতে,

এইরকম তথ্য প্রকাশ করা থেকে অব্যাহতি পায়। ফলস্বরূপ, আমরা আপনার আবেদন করা তথ্য প্রকাশ করতে পারলাম না। **ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্ট *2000* অনুসারে এই ইমেলটিই প্রত্যাখ্যানের বিজ্ঞপ্তি হিসাবে কাজ করে।**"

লক্ষ্য করার মত বিষয় হল এই যে শ্রী ডাফার্ন তার পরেও মে 2016-তে শ্রীমতী কাফিডিয়ার কাছে আরেকটি FOI-এর অনুরোধ করেন। এইবারে তিনি TMO কর্তৃক RBKC-তে হাউজিং অ্যান্ড প্রপার্টি স্ক্রুটিনি কমিটির কাছে উপস্থাপিত একটি প্রতিবেদনের নকল চান। এইবারে কিন্তু তিনি একটি ইতিবাচক উত্তর পান:

"ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্ট *2000*-এর অধীনে করা আপনার অনুরোধের ভিত্তিতে *RBKC* স্ক্রুটিনি কমিটির কাছে উপস্থাপিত প্রতিবেদনটি আপনার দেখার জন্য একত্রিত করা হল।

যদি আপনি আপনার অনুরোধ পরিচালনা নিয়ে অসন্তুষ্ট হন, তাহলে আপনার ইনফর্মেশন কমিশনারের কাছে অভিযোগ করার অধিকার আছে, যিনি *FOIA*-র সাথে সঙ্গতিসাধন নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছেন।

ফোলা কাফিডিয়া-*Oke FCIS*
হেড অফ গভর্ন্যান্স এবং কোম্পানি সেক্রেটারী
রয়্যাল বরো অফ কেনসিংটন এবং চেলসী
টেন্যান্ট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন লিমিটেড"

এই সময় পর্যন্ত এটুকু বোঝা গেছে যে শ্রীমতী কাফিডিয়া শেষমেশ আগের সন্দেহ বা বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠেছেন যে KCTMO একটি সরকারী সংস্থা নয় কি না, এবং সেটি ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্টের অধীনস্থ কি না। স্পষ্টতঃই, তিনি উপলব্ধি করেছেন যে TMO আদতে একটি সরকারী সংস্থা, এবং FOI আইনের অধীনস্থ।

শ্রী ডাফার্নের সাথে শেষবার আদানপ্রদানের খুব স্বল্প সময় পরেই তিনি TMO থেকে পদত্যাগ করেন, কিন্তু আগ্রহের বিষয় হল যে তাঁর লিঙ্কডইন প্রোফাইলটি KCTMO-

তে তাঁর হেড অফ গভর্ন্যান্স ও কোম্পানি সেক্রেটারী পদ নিয়ে কি বলছে তা দেখা। এটি দাবী করছে যে তিনি;

“...নিশ্চিত করতেন যে গোষ্ঠীটি ডেটা সুরক্ষা আইন, ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন আইন এবং সরকারী সংস্থার তথ্যলাভের সাথে জড়িত অন্যান্য আইনপ্রণয়নের সাথে সঙ্গতিসাধন করছে কি না।”

https://uk.linkedin.com/in/folakafidiya

KCTMO যে আদতে ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন আইনের অধীনস্থ ছিল এবং থাকবে তার পরবর্তী প্রমাণ FOI পাবলিকেশন স্কীমে (যা সরকারী সংস্থার দ্বারা প্রণীত আইনের সাথে সঙ্গতিসাধনে একটি বাধ্যতামূলক উপাদান) পাওয়া যেতে পারে, যেটি TMO-র দ্বারা 2005 সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং TMO ওয়েবসাইট থেকে এটি ডাউনলোড করা যাবে। দ্রষ্টব্য, এই ব্লগটি পড়ে নতুন কোম্পানি সেক্রেটারী যদি দ্রুত এই নথিটি TMO ওয়েবসাইট থেকে মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন বলে আমরা আগেই এটির একটি নকল ডাউনলোড করে রেখেছি:

TMO_freedom_of_information_publication_scheme

ফোলা কাফিডিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া এবং তাঁর জায়গায় সাইনীড ম্যাককিলান আসার সাথে, ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন নিয়ে TMO-র অবস্থান শুরুর জায়গায় ফিরে আসে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল এই যে, TMO শুধুমাত্র FOIA-র অধীনেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হয়ে তাদের ধারণ করা তথ্য প্রকাশ করবে, কাফিডিয়ার করা আসল দাবীটি বদলে ম্যাককিলানের একটি নতুন দাবী এসেছে, যে তাঁরা এইরকম তথ্য দিতে দায়ী হলেও তা জনগণকে নয়, বরং শুধুমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষকেই, যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ FOIA-র অধীনে তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে পারে।

যাইহোক, 2005 সালের যে রিপোর্টটির অনুরোধ আমি করেছিলাম, তা আমি যতদূর বলতে পারি, কাউন্সিলের দখলে আছে এবং সেটির প্রস্তাবনা অনুসারে কাজ করার দায়িত্ব কাউন্সিলের উপর বর্তায় না, বর্তায় TMO-র উপরে, যারা প্রথমেই রিপোর্টটির অনুমোদন করেছিল। সেই প্রস্তাবনাগুলির মধ্যে গ্রেনফেল টাওয়ারে

আপৎকালীন আলোর সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন এবং উন্নত পরিদর্শন ব্যবস্থা ও নতুন ব্যবস্থার পরীক্ষা করার কথা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই প্রস্তাবনাগুলি মধ্যে প্রথমটি আরোপ করা হলেও, উন্নত পরিদর্শন ব্যবস্থা কখনো আরোপ করা হয়েছিল কিনা, এবং হলেও তা দীর্ঘমেয়াদে রক্ষা করা হয়েছিল কিনা, তা নিয়ে গুরুতর সন্দেহ থেকেই যায়। TMO-র পরিচালন শৈলীতে আমূল পরিবর্তন আনার কথাও প্রস্তাব করা হয়েছিল, এবং আমরা জানি যে সেই প্রস্তাবের ফল কি হয়েছিল। কিছুই না! কিছুই নয়! বিশৃঙ্খল!

আমরা এখন মিউজিক্যাল চেয়ারের এক কিম্ভূত খেলার মধ্যে রয়েছি, যেখানে TMO আবাসিকরা সর্বদাই হারবেন, কারণ খেলার নিয়মকানুন তো TMO-ই তৈরী করেন এবং সেটার ব্যাখ্যাও তাঁরা দেন। তার মধ্যে তাঁদের ফ্রীডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্টের উপরে করা নীতি, যেটির দায়িত্ব TMO কোন কোন সময় খামখেয়ালে স্বীকার করে, আবার বেশিরভাগ সময়ই TMO সরকারী সংস্থা নয় বলে খারিজও করে জনগণের কাছে জবাবদিহি করার দায় এড়ায়। সেই জনগণ, যাদেরকে এরা পরিবেশন করে, অগ্নিসুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাসহ সব আবাসিক পরিষেবা দেয়।

এই বিশেষ মিউজিক্যাল চেয়ারের 'খেলায়' মজা করার মত কিন্তু কিছুই নেই। 14ই জুন বহু মানুষ বীভৎসভাবে মারা গিয়েছেন। সেই রাতের শোকগ্রস্তরা, এবং বহু 'জীবিত ব্যক্তিই' মারাত্মক আতঙ্কিত, যাঁরা তাঁদের বাকি জীবন ধরেও মনের গভীরে সেই রাতের ক্ষত বহন করে বেড়াবেন। এখন আমরা বুঝেই গিয়েছি যে KCTMO তাদের হাতে থাকা এই সবের পিছনে নিহিত অপরাধমূলক অবহেলার কারণ সম্পর্কিত তথ্য যে কোন কারণের ছল দেখিয়ে প্রকাশ করতে অস্বীকার করছে।

এবার আমরা কার কাছে গিয়ে উত্তর চাইব?

মার্টিন মুর-বিকের কাছে? আমি তা মনে করি না!